দৈনিক ইত্তেফাক
প্রতিষ্ঠাতা তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া

কারিগরি শিক্ষার বিকাশে বাধা কোথায়?

১৭ আগষ্ট, ২০১৮ ইং ০০:০০ মিঃ

সম্প্রতি রাজধানীতে অনুষ্ঠিত এক সেমিনারে কারিগরি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণকে অর্থনীতির মেরুদণ্ড আখ্যায়িত করিয়া শিল্পমন্ত্রী বলিয়াছেন, উন্নত দেশগুলিতে শতকরা ৬০ ভাগের বেশি শিক্ষার্থী কারিগরি শিক্ষা গ্রহণ করিলেও বাংলাদেশে এই হার এখনো ১৫ শতাংশের নিচে রহিয়া গিয়াছে। তাহার মতে, জ্ঞানভিত্তিক শিল্পায়নের জন্য কারিগরি শিক্ষায় দক্ষ ও অভিজ্ঞ জনবলের বিকল্প নাই। বস্তুত দক্ষ জনশক্তির উপরই নির্ভর করে দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতি, শিল্পায়ন ও প্রবাসী আয় বা রেমিট্যান্সের পরিমাণ। শিল্পমন্ত্রীর এই আক্ষেপ এবং পর্যবেক্ষণ অযথার্থ নহে। ইতিপূর্বে শিক্ষামন্ত্রীর কণ্ঠেও অনুরূপ হতাশার সুর ধ্বনিত হইয়াছে। তিনি আরও নির্দিষ্ট করিয়া বলিয়াছেন যে, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জনের অংশ হিসাবে কারিগরি শিক্ষাব্যবস্থার উন্নয়নের কোনো বিকল্প নাই। উন্নত বিশ্বে শতকরা প্রায় ৮০ ভাগ শিক্ষার্থী বিভিন্ন কারিগরি বিষয়ে পড়াশুনা করিলেও এই ক্ষেত্রে আমাদের অবস্থা এখনো আশাব্যঞ্জক নহে। অথচ দারিদ্র্য, জনসংখ্যাধিক্য, অদক্ষতা ও বিপুল বেকারত্বের প্রেক্ষাপটে আমাদের দেশে জনসংখ্যাকে জনশক্তিতে পরিণত করার লক্ষ্যে কারিগরি শিক্ষার অপরিহার্যতার কথা বলা হইতেছে দীর্ঘদিন যাবত্। তাহা সত্ত্বেও স্বাধীনতার দীর্ঘ সাড়ে চার দশক পরেও কারিগরি শিক্ষার এই চিত্র দুর্ভাগ্যজনকই বলিতে হইবে।

সান্ত্বনা কেবল এইটুকু যে, বর্তমান সরকার এই বিষয়ে যেমন সচেতন, তেমনি বিষয়টিকে তাহারা খুবই গুরুত্বের সহিত গ্রহণ করিয়াছে। শিক্ষামন্ত্রী জানাইয়াছেন যে, ইতোমধ্যে কারিগরি শিক্ষায় ১৪ শতাংশ ভর্তি-হার নিশ্চিত করা হইয়াছে। সরকার ২০২০ সালের মধ্যে এই হার ২০ শতাংশ, ২০৩০ সালের মধ্যে ৩০ শতাংশ এবং ২০৪০ সালের মধ্যে ৫০ শতাংশে উন্নীত করার জন্য কাজ করিয়া যাইতেছে। আগামী শিক্ষাবর্ষ হইতে অষ্টম শ্রেণিতে কারিগরি শিক্ষা চালু করার সিদ্ধান্ত নিয়াছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। প্রাথমিক পর্যায়েও বিষয়টি অন্তর্ভুক্তির ভাবনা-চিন্তা চলিতেছে বলিয়া জানা যায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এ বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে প্রতি জেলায় একটি করিয়া সরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট ও প্রতিটি উপজেলায় একটি করিয়া বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন, টেক্সটাইল ও লেদার ইনস্টিটিউটসহ এ ধরনের প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বৃদ্ধির কথা বলা হইয়াছে। অঙ্গীকার করা হইয়াছে কারিগরি শিক্ষা বোর্ডকে অধিকতর শক্তিশালী ও কার্যকর করার। কিন্তু অঙ্গীকারের সহিত বাস্তবতার দূরত্ব অনেক। ইহা সুবিদিত যে, দক্ষ জনবলের জন্য বাংলাদেশ যখন এখনো পরমুখাপেক্ষী, তখন দেশে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা ক্রমবর্ধমান। প্রতিবৎসর সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া যে বিপুলসংখ্যক তরুণ-তরুণী চাকুরির বাজারে প্রবেশ করিতেছে তাহাদের জন্য কাজ নাই, অন্যদিকে দেশের অভ্যন্তরেই দক্ষ জনবলের অভাব প্রকট। বিদেশের চাহিদার কথা নাই-বা বলিলাম।

বাস্তবতা হইল, সরকারের সুনির্দিষ্ট নীতি ও অঙ্গীকার সত্ত্বেও কারিগরি শিক্ষা যে এখনো যথাযথ গুরুত্ব পাইতেছে না তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কেন পাইতেছে না – কোথায় গলদ– অতি দ্রুত তাহা যেমন খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে, তেমনি গ্রহণ করিতে হইবে যথাযথ পদক্ষেপ। অন্যথায় আমরা যে উন্নত দেশে পরিণত হইবার স্বপ্ন